মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য
আ নি সু জ্জা মা ন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শ কী ছিল, এই প্রশ্ন অনেক সময়েই আমাদের মধ্যে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য তো নিশ্চিতভাবেই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা-অর্জন। কিন্তু সেই স্বাধীন দেশের একটা ছবি কি আমাদের মনে ছিল না? কেমন ছিল সেই ছবিটা? আমি বলি, ১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার যে-মূলনীতি চারটি গৃহীত হয়েছিল, তাতেই ধরা পড়েছে সেই ছবি। তার্কিকেরা তা মানবেন না। তাঁরা বলেন, ওসব আফটারথট পরবর্তীকালের ভাবনা। তাহলে কেমন ছিল সেটা এ-প্রশ্নের জবাব কিন্তু তাঁরা দেন না। তাঁরা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি নেওয়া হয়েছিল ভারতকে সন্তুষ্ট করতে, সমাজতন্ত্রের কথা বলা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সন্তুষ্ট করতে। পাল্টা প্রশ্ন করি, মুক্তিযুদ্ধের আগের ২৪ বছরে, পাকিস্তান আমলে, আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন এসবের মধ্য দিয়ে কি বোঝা যায় না আমরা কীসের অভিমুখে যাত্রা করেছিলাম? সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তো আমরাই অগ্রবর্তী ছিলাম। সে গণতন্ত্র যে হতে হবে সংসদীয় গণতন্ত্র, তাতে তো সংশয়ের লেশ ছিল না। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের পর থেকে বাঙালি হিসেবে বারবার আত্মপরিচয়ের ঘোষণা কি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। এই যে অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠনের পত্তন কিংবা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা কিংবা পুরোনো ছাত্র-সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দের বর্জন, কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যুক্ত নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন, এসব কি ধর্মনিরপেক্ষতা নিদেনপক্ষে অসাম্প্রদায়িকতার পথে আমাদের যাত্রার সূচক নয়? তাছাড়া, প্রায় সব রাজনৈতিক দল বড় বড় শিল্পের জাতীয়করণের দাবি করে, এমনকী, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মালিকানার প্রস্তাব করে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি?

প্রতিপক্ষ বলেন, ১৯৭০ সালের নির্বাচন হলো যে-আইনগত কাঠামো আদেশের ভিত্তিতে, তাতে তো পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র বলা হয়েছিল। সেটা মেনে নিয়েই তো নির্বাচন করতে হয়েছিল সকলকে। বলি, পূর্ব পাকিস্তানের সব প্রধান রাজনৈতিক দল আইনগত কাঠামো আদেশের প্রতিবাদ করেছিল নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগে। আর সব দলের নিজস্ব নীতি ও আদর্শ ছিল, নির্বাচনী ঘোষণাপত্র ছিল, তার থেকেও তাদের ধ্যানধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই অংশের মানুষ বিপুল সমর্থন দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে, সুতরাং তাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে যা ছিল, ছয় দফা ও এগারো দফা তার অন্তর্ভুক্ত তারা তা সমর্থন করেছিল। তার থেকেও বোঝা যায়, মানুষ কী চাইছিল।

প্রতিপক্ষ বলেন, নির্বাচন তো হয়েছিল অখণ্ড পাকিস্তানের জন্যে, বাংলাদেশের জন্যে নয়।

প্রতিপক্ষের কথাটা এমনই দাঁড়িয়ে যায় যে, মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করতে। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হাতে পেতে। বাংলাদেশের সংবিধান-রচনার দায়িত্ব তাদের কেউ দেয়নি। তবে কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ছিল না? না, ছিল তো না-ই। শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি, তাঁর সাতই মার্চের বক্তৃতা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা। আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ করেনি তারা ভারতকে টেনে এনেছিল এর মধ্যে। সেই জন্যই তো পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধানের কাছে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কম্যান্ড ওটা কিছু না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপপ্রধান উপস্থিত ছিলেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে? অমনি হাজার হাজার মানুষ তো সেদিন উপস্থিত ছিল তাতে কী এসে যায়?

এদের বক্তৃতার তোড়ে সন্দেহ হয়, মুক্তিযুদ্ধ আদৌ ঘটেছিল কিনা? মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাতে ২৪ বছরের রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনো প্রভাব ছিল না আমাদের জীবনে? ১৯৭১ সালের যুদ্ধটা কি ছিল কেবল সামরিক সংঘাত, না তার পেছনে রাজনৈতিক প্রণোদনা ছিল, রাজনৈতিক সংগঠন ছিল, মানুষের

রাজনৈতিক ইচ্ছা কার্যকর ছিল? ইতিহাসের বিকৃতি তো কেবল স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে হয়নি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও তার পটভূমির সবটা নিয়েই ঘটেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা অনেকে শুনতে চান না। শুনলে স্বীকার করতে হয় যে, সেই আদর্শ থেকে সজ্ঞানে বিচ্যুত করা হয়েছে আমাদের সামরিক ঘোষণাপত্র দিয়ে সংবিধানের সংশোধনী ঘটিয়ে এবং বঙ্গবন্ধু-হত্যার পরবর্তীকালের রাষ্ট্রীয় কর্মধারায়। যে-কোনো জাতিই চলতে চলতে তার গতিপথ বদলাতে পারে। কিন্তু সে যখন তার মৌলিক আদর্শ বিসর্জন দেয়, তখন দেশটির চরিত্র বদলে যায় সে আর আগের জায়গায় থাকে না। সততার সঙ্গে এই সত্যটা তাই স্বীকার করা ভালো যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তি ১৯৭৫ সালে অন্যপথে যাত্রা করেছিল এই পথ ধরে তাই মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না।